দৈনিক জনকণ্ঠ

0 1 APR 1997

ক্যাম্পাসে পুলিশী তৎপরতার পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে ক্যাডারদের তৎপরতা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী তৎপরতার পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে ক্যাডারদের প্রস্তুতি। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলসমূহ থেকে উদ্ধার করছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। হলে হলে পুলিশী তৎপরতার কারণে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সাময়িক চাপা পড়লেও তা যে কোন মুহূর্তে মাথাচাড়া দেয়ার আশঙ্কা প্রবল।

এদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদল সোমবার ক্যাম্পাসে বহুল আলোচিত দশ দফা চুক্তি ভঙ্গ করে। সাত মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি গতকালই প্রথম লঙ্ঘন করেছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। জানা যায়, চুক্তি লঙ্ঘন করে তারা জাতীয় নেতা-নেত্রীর নামে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে। পরস্পরবিরোধী ও উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এর ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা কয়েকজন ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে প্রশমিত হয়। তবে তা আবারও সৃষ্টি এবং পরিণতিতে সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ প্রায় প্রতিদিন রাজনৈতিকভাবে মুখোমুখি হচ্ছে। তাদের এ প্রতিবাদ কর্মসূচী সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহল।

ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলসমূহে থমথমে ও অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার পুলিশ জিয়া হলে তল্লাশি চালিয়ে দক্ষিণ ব্লকের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পার্শ্বের বাথরুম থেকে ৪৮ রাউন্ড রাইফেল ও শর্টগানের গুলি উদ্ধার করে। এর আগের দিন জিয়া হল থেকে গুলিভর্তি রিভলবার ও বঙ্গবন্ধু হল থেকে গুলিভর্তি থ্রী নট থ্রী রাইফেল উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ যেসব অস্ত্র উদ্ধার করছে তা পাওয়া যাচ্ছে বাথরুমে ও ছাদের ওপর থেকে। ক্যাডারদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা এ দু'টি। এখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করলে কারও ওপর দায়-দায়িত্ব বর্তায় না।

এদিকে হল গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশী প্রহরা সত্ত্বেও অস্ত্র কোন্ পথে, কিভাবে হলে প্রবেশ করে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, হলে অস্ত্র শুধু বাইরে থেকে আসে না, ভিতরেও থাকে। সূত্রটি জানায়, এখন হল গেটে ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা ও দেহতল্লাশির ব্যবস্থা থাকায় বহিরাগত সন্ত্রাসী ও বাইরের অস্ত্র আসা বন্ধ হয়েছে। এখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভিতরের অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলছে। সূত্রটি আরও জানায়, পুলিশের ওপর যে করেই হোক হল অস্ত্রমুক্ত করার নির্দেশ রয়েছে।

ছাত্রলীগ (শা-পা)

গতকাল ছাত্রলীগ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, যেখানেই ষড়যন্ত্র সেখানেই ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলবে। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে ষড়যন্ত্রের মূল হোতাকে গ্রেফতার করে রাখা উচিত।

অপরাজেয় বাংলার সামনে সংগঠন আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা একথা বলেন। এ সময় বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ও বাহাদুর ব্যাপারী।

ছাত্রদল

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান খুনী সরকার বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের রক্ত নিয়ে যে হোলিখেলায় মেতে উঠেছে তা হিটলারের নাৎসী বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। তাঁরা বলেন, তুষার-নাসির হত্যার বিচার এ সরকারের কাছে আমরা চাই না। ছাত্রদলই এর বিচার করবে।

ডাকসু ভবনের সামনে সংগঠন আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা একথা বলেন। এ সময় বক্তৃতা করেন হাবিব-উন-নবী সোহেল, মনোয়ার হোসেন রানা, শাহাবুদ্দিন লাল্টু, আনসার আলী খান জয়, সেলিমুজ্জামান সেলিম ও শফিউল বারী বাবু। সভাপতিত্ব করেন ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ অসীম। বক্তারা গ্রেফতারকৃত চার বিএনপি নেতার মুক্তি দাবি করেন।